রবি শাস্ত্রীর যুগ শেষ, ভারতের নতুন হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়

রবি শাস্ত্রীর যুগ শেষ হলো। ভারত দলের হেড কোচ হয়েছেন ‘দ্য পিলার’খ্যাত রাহুল দ্রাবিড়।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর নিউজিল্যান্ড সিরিজ দিয়েই কোহলিদের গুরু হতে চলেছেন দ্রাবিড়।

এদিকে হেড কোচ হিসেবে দ্রাবিড়কে স্বাগত জানিয়েছেন তার সাবেক সতীর্থ ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী।

সৌরভ গাঙ্গুলী বলেছেন, ‘দ্রাবিড়ের ক্যারিয়ার সত্যিই দুর্দান্ত। সে বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। কোচ হিসেবেও দুর্দান্ত সে। সে অনেক তরুণ ক্রিকেটারকে ভালোভাবে গড়ে তুলেছে এবং তাদের অনেকেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছে। তার অধীনে ভারতীয় দল অন্য এক উচ্চতায় পৌঁছাবে।’

এদিকে বিরাট কোহলি অ্যান্ড কোংয়ের কোচ হয়ে উচ্ছ্বসিত দ্রাবিড়ও। এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ‘ভারত দলের কোচ! এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে! শাস্ত্রির অধীনে দল খুব ভালো খেলেছে এবং আমি এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই।’

২০১৬ ও ২০১৮— দুই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতের কোচ ছিলেন দ্রাবিড়। তার অধীনে ২০১৮-তে ঠিকই চ্যাম্পিয়ন হয় ভারতীয় যুবারা।

কোহলিদের আজ আফগান পরীক্ষা!

বিশ্বকাপ মঞ্চে হারের বৃত্তে আবর্তিত হচ্ছেন বিরাট কোহলিরা। এবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও কিন্তু সেই সিঁদুরে মেঘ দেখা যাচ্ছে।

আইপিএলে রশিদ খানদের খেলা দেখলেও দলের বাকি সদস্যদের চিনেই না ভারত।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হারের কারণ হিসেবে উঠে এসেছিল বাবর আজমদের বিরুদ্ধে বেশি না খেলা।

আচেনা আফগানদের সঙ্গে তাই আজ এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছে ভারত। টি২০ ক্রিকেটে আফগানিস্তান বেশ শক্তিশালী দল।

রশিদ খান, মোহাম্মদ নবি ও মুজিব উর রহমানদের স্পিন যেমন বিপদে ফেলতে পারে, তেমনই ব্যাট হাতে মোহাম্মদ শাহজাদরাও বিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারেন।

এ পর্যন্ত ভারত বনাম আফগানিস্তান টি২০ ম্যাচ খেলা হয়েছে মাত্র দুটি। টি২০ বিশ্বকাপেই সেই দুটি ম্যাচ খেলা হয়েছিল। দুটি ম্যাচেই ভারত জিতেছিল।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথমবার বিশ্বকাপের মঞ্চে হারতে হয়েছে ভারতকে। টি২০ ক্রিকেটে প্রথমবার ১০ উইকেটে হারতে হয়েছে তাদের।

ভারত এবারের বিশ্বকাপ থেকেও প্রায় বিদায় হয়ে গেছে বলেই ধরে নিয়েছেন সমর্থকরা। এমন অবস্থায় সামনে রশিদরা। নেট রান রেটে ভারতের থেকে বেশ এগিয়ে রয়েছেন তারা।

ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে যে দুটি ম্যাচ হয়েছে, তাতে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান বিরাট কোহলি এবং নুর আলি জাদরানের। দুজনই ৫০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। দুটি ম্যাচ মিলিয়ে মোট রানে এগিয়ে সুরেশ রায়না। ৫৬ রান রয়েছে তার দখলে। সবচেয়ে বেশি উইকেটও নিয়েছেন এক ভারতীয়। আশিস নেহরা তিনটি উইকেট নিয়েছিলেন।

ইতিহাস ভারতকে এগিয়ে রাখলেও বুধবারের ম্যাচে কাঁধ ঝুঁকে যাওয়া ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে অঘটন ঘটিয়ে দিতেই পারে আফগানিস্তান!

কোহলির বিরুদ্ধে তদন্ত চাইলেন ভারতের সাবেক তারকা

পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে লজ্জার হারের পর ভারতীয় দল নিয়ে দেশটিতে সমালোচনার ঝড় বইছে। পাশাপাশি অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে ধুয়ে দিচ্ছেন অনেকে।

বিশ্বকাপে সুপার টুয়েলভে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে ন্যূনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পারেনি ভারত।

শুধু ব্যাটিং ব্যর্থতাই নয় বোলিং নিয়ে প্রশ্ন উঠছে দলটির। কারণ পাকিস্তানের বিপক্ষে বিরাট অ্যান্ড কোম্পানি কোনো উইকেট নিতে পারেনি। কিউইদের বিপক্ষে মাত্র দুটি নিতে পেরেছে।

এরই সঙ্গে উঠে এসেছে স্পিনার রবিচন্দ্র অশ্বিনের সঙ্গে কোহলির দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটি।

এটা প্রকাশ্য যে, কোহলির সঙ্গে দলটির এই সিনিয়র তারকা স্পিনারের সম্পর্ক মোটেও ভালো নয়। অশ্বিনকে দলের বাইরে রাখতে নিয়মিত সুযোগ খোঁজেন কোহলি।

ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীরা সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রশ্ন ছুড়ছেন, চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম দুটি ম্যাচে অভিজ্ঞ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে কেন বাদ দেওয়া হয়েছে?

প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) কাছে এ প্রশ্ন রেখে বিষয়টিতে কোহলির বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি করেছেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার দিলীপ ভেংসরকার।

ভারতের এই সংবাদ সংস্থাকে এ সাবেক তারকা বলেন, ‘সব ফরম্যাট মিলিয়ে ৬০০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক উইকেট নিয়ে অশ্বিন দলের সেরা স্পিনার। সে ভারত দলের সবচেয়ে সেরা স্পিনার কিন্তু তাকে দলে রাখা হচ্ছে না। আমি বুঝতে পারছিনা। ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজেও অশ্বিনকে একটি ম্যাচেও নামানো হয়নি।এবার বিশ্বকাপেও দেখছি না তাকে। কেন এত দিন অশ্বিনকে বাদ দেওয়া হচ্ছে? এটা তদন্তের বিষয়। তাহলে কেন তাকে স্কোয়াডে রাখছেন? এটা আমার কাছে রহস্য।’

উল্লেখ্য, এমন প্রশ্ন রাখতেই পারেন দিলীপ ভেংসরকার। কারণ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] PKCSBD [illegible]

যে সমীকরণে সেমিফাইনালে যেতে পারে ভারত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চলমান আসরের প্রথম ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিপক্ষে পরাজয়ে মিশন শুরু ভারতের। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও স্রেফ উড়ে যায় কোহলিরা।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৫১/৭ রানে ইনিংস গুটানো ভারত হেরে যায় ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে। আর দ্বিতীয় ম্যাচে কিউইদের বিপক্ষে ১১০/৭ রানে থেমে যাওয়া ভারত ম্যাচ হারে ৮ উইকেটে।

পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাজেভাবে হারের কারণে ভারতের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের আশা কার্যত শেষ।

নিজেদের শেষ তিন ম্যাচে আফগানিস্তান, স্কটল্যান্ড ও নামিবিয়ার বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জয়ের পাশাপাশি তাকিয়ে থাকতে হবে আফগানিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচের দিকেও। সেই ম্যাচে আফগানিস্তান যদি নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দেয় তাহলে ভারতের সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

এমন ফলাফল হলে পাকিস্তানের পরে রানার্স আপ লড়াই হবে ভারত, নিউজিল্যান্ড ও আফগানিস্তানের মধ্যে। তখন রানরেটে যারা এগিয়ে থাকবে তারা সেমিফাইনালের যাবে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে হার মানতে

না পারায় খেলা ছাড়লেন আসগর!

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চলাকালে আচমকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন দলটির সাবেক অধিনায়ক আসগর আফগান।

রোববার নামিবিয়ার বিপক্ষের ম্যাচটিই তার ক্যারিয়ারের শেষ।

হঠাৎ আসগর আফগানের অবসরের সিদ্ধান্ত তার ভক্তরা মেনে নিতে পারেননি। আফগানিস্তানের ক্রিকেটভক্তদের প্রশ্ন আচমকা কেন নিজেকে খেলা থেকে সরিয়ে নিলেন আসগর?

নামিবিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ শেষে ভক্ত-সমর্থকদের সেই কৌতূহল মেটালেন আজগর।

সুপার টুয়েলভে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫ উইকেটে পরাজয়ের কারণে হতাশ হয়ে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান এ আফগান তারকা।

সেই ম্যাচে ব্যাট হাতে নেমে শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন আজগর। একটি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। কিন্তু ইনিংস লম্বা করতে পারেননি। ৭ বলে ১০ রান করে হারিস রউফের শিকারে পরিণত হন।

সেই ম্যাচে নিজের এমন পারফরম্যান্সে যারপরনাই হতাশ আসগর। নামিবিয়ার বিপক্ষে ৬২ রানের দুর্দান্ত জয়ও তার সেই ক্ষত পূরণ হয়নি।

তাই ম্যাচ পরবর্তী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চোখ মুছতে মুছতে আসগর বললেন, ‘তরুণদের সুযোগ দিতে চাই। আমার মনে হয়, এটাই সরে দাঁড়ানোর সেরা সময়। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, এখন কেন অবসর নিলাম। আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। আগের ম্যাচে (পাকিস্তানের বিপক্ষে) হেরে আমরা আশাহত হয়েছিলাম। তখনই অবসরের চিন্তা মাথায় আসে। দলের সঙ্গে অনেক স্মৃতি। বলা কঠিন। তবে অবসর তো নিতেই হবে।’

তবে আসগর আফগানের এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছে আফগান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)।

আসগরের অবসরের সিদ্ধান্তে অবাক হয়েছেন খোদ অধিনায়ক মোহাম্মদ নবি ও স্পিনার রশিদ খানও।

ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক নাবি বলেন, ‘পাকিস্তানের বিপক্ষে সেই হৃদয় ভেঙে দেওয়া পরাজয়ের ২৪ ঘণ্টা না যেতেই আসগর আমাকে এসে জানান, নামিবিয়ার ম্যাচেই শেষবারের মতো মাঠে নামবেন তিনি। তার এমন সিদ্ধান্তে আমি একটা বড় ধাক্কা খেলাম। তবে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তিনি তার ক্যারিয়ারের বিষয়ে সচেতন রয়েছেন। ’

প্রসঙ্গত, টি-টোয়েন্টিতে ২১.৭৯ গড় ও ১১০.৩৭ স্ট্রাইক রেটে আসগরের রান ১৩৫১।

ব্যাটারের চাইতে অধিনায়ক হিসেবে বেশি সফল আসগর। নিজের ১১৪ ওয়ানডের ৫৯টিতে এবং ৭৪ টি-টোয়েন্টির ৫২টিতে তিনি দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। দুটিই দেশের হয়ে রেকর্ড।

২০০৯ সালে বেনোনিতে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আসগরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ঘটে। এই সংস্করণে ১১৪ ম্যাচে ২৪.৭৩ গড়ে তার রান ২৪২৪।

২০১৮ সালে বেঙ্গালুরুতে ভারতের বিপক্ষে খেলা আফগানিস্তানের প্রথম টেস্টের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। ৬ টেস্টে ৪৪ গড়ে রান করেছেন ৪৪০।

বুকে হাত দিয়ে মাঠে শুয়ে পড়লেন আগুয়েরো

লা লিগায় শনিবারের ম্যাচে মাঠে নেমে অস্বস্তিবোধ করছিলেন বার্সেলোনার আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড সের্হিও আগুয়েরো।

প্রথমার্ধের শেষ দিকে মাঠের বাইরে কোচ ও স্টাফদের দিকে ইশারা দিয়ে আগুয়েরো জানান, তিনি মাঠ ছাড়তে চান।

এর পর বুকে হাত দিয়ে মাঠে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন। মেডিকেল স্টাফরা দৌড়ে ছুটে যান।

তাদের সহায়তায় ধীরে ধীরে হেঁটে মাঠ ছাড়েন আগুয়েরো। কিন্তু কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি তার ক্লাব কর্মকর্তারা। মাঠ থেকেই

সরাসরি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন এ আর্জেন্টাইন তারকাকে। তার জায়গায় মাঠে নামেন ব্রাজিলিয়ান তারকা ফিলিপে কুটিনহোকে।

এদিকে এমন খবরে দুশ্চিন্তার ছায়া নেমে আসে আগুয়েরো ভক্ত ও বার্সা সমর্থকদের মাঝে।

পরে এ নিয়ে বিবৃতি দেয় বার্সেলোনা। তারা জানান, প্রথমার্ধের বেশিরভাগ সময় আগুয়েরো বুকের ব্যথায় ভুগছিলেন। বিষয়টি তিনি জানালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে দ্রুত পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তার কার্ডিয়াক পরীক্ষা করা হয়েছে। তার সুচিকিৎসা চলছে সেখানে।

ম্যানচেস্টার সিটি থেকে এই মৌসুমেই বার্সেলোনায় যোগ দেন ৩৩ বছর বয়সি ফরোয়ার্ড। আগুয়েরো। গত রোববার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে হেরে যাওয়া ম্যাচে তিনি বার্সেলোনার জার্সিতে প্রথম গোলের স্বাদ পান।

তথ্যসূত্র: গোল ডট কম

বাংলাদেশ সেমিফাইনালে খেলতে পারে ‘যদি’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভে এখন পর্যন্ত একটি ম্যাচেও জয়ের দেখা পায়নি বাংলাদেশ। টানা তিন ম্যাচ হেরেছেন মাহমুদউল্লাহরা।

এর পরও সেমিফাইনালে যাওয়া এখনও অসম্ভব নয় বাংলাদেশের জন্য। এ জন্য বাংলাদেশের সামনে বেশ কয়েকটি ‘যদি’ রয়ে গেছে।

শনিবার দুটি ম্যাচের ফলই গেছে বাংলাদেশের পক্ষে। যে কারণে এখনও সেমিফাইনালের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি মাহমুদউল্লাহদের।

শ্রীলংকা ও ইংল্যান্ডের কাছে হারার পর ২৯ অক্টোবর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে জিততে জিততে হেরে যায় বাংলাদেশ।

সুপার টুয়েলভে ৫ ম্যাচের তিনটিতে হেরে যাওয়ার পর সেমিফাইনাল খেলার স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল টাইগারভক্তদের।

তবে পরিসংখ্যান বলছে, এখনও সেমিফাইনাল খেলতে পারে বাংলাদেশ। তবে সমীকরণটা বেশ কঠিন।

সেমিফাইনালে খেলতে হলে বাকি দুই ম্যাচে জিততে হবে বাংলাদেশকে। এর পরও তাকিয়ে থাকতে হবে অন্যদের ম্যাচের জয়-পরাজয়ের দিকে।

সেই সঙ্গে ইংল্যান্ড গ্রুপ ওয়ানে নিজেদের সব ম্যাচ জিততে হবে।

শনিবার অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দিয়ে ইংল্যান্ড এক অর্থে বাংলাদেশের সুবিধাই করে দিল।

একই ঘটনা দিনের অপর ম্যাচে। শ্রীলংকার পরাজয়ের প্রার্থনা করতে হয়েছিল টাইগার সমর্থকদের। সেটিই হয়েছে। হাসারাঙ্গার ইতিহাস গড়া হ্যাটট্রিকের দিনেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জয় পায়নি শ্রীলংকা।

এই দুই ম্যাচের পর সেমিফাইনালে ওঠার সমীকরণে যেসব জয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে বাংলাদেশকে, তা একনজরে দেখে নেওয়া যাক—

* প্রথমত দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশকে জিততে হবে।

* শ্রীলংকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জিততে হবে ইংল্যান্ডকে।

* অস্ট্রেলিয়াকে হারতে হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে।

* আবার সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাতে হবে শ্রীলংকার।

(এ মুহূর্তের পয়েন্ট টেবিল)

এমনটা ঘটলে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ওয়ান চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিতে উঠবে ইংল্যান্ড। টি-টোয়েন্টি র্যাংকিংয়ের শীর্ষে থাকা দলটির এখন পয়েন্ট ৬।

বাকি সব ম্যাচ হেরে ৪ পয়েন্টেই তলানিতে থেকে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা। একইভাবে বাকি সব ম্যাচ হেরে দ. আফ্রিকার সমান ৪ পয়েন্টে থেকে যাবে অস্ট্রেলিয়াও।

শ্রীলংকার এখন পয়েন্ট মাত্র ২। তাই শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারালে

চারের বেশি পয়েন্ট হবে না লংকানদের। একইভাবে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের পয়েন্ট ৪ করতে পারলেও লংকানদের কাছে হেরে গেলে আর এগোতে পারবে না।

অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলংকা, অস্ট্রেলিয়া ও উইন্ডিজ সবাই ৪ পয়েন্ট করে থাকবে তখন।

অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জিততে পারলে বাংলাদেশেরও পয়েন্ট হবে সমান ৪। সেক্ষেত্রে রানরেট কমবেশির ওপর ভিত্তি করে সেমিফাইনালের টিকিট কাটার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে বাংলাদেশ।

মুশফিকের মতো ‘আয়না-তত্ত্ব’ শেখাননি ওয়ার্নার

অনেকদিন ধরে ফর্মহীনতায় ভুগছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। তার ব্যাট একেবারেই হাসছিল না।

ব্যাটে রান না থাকায় আইপিএলে রীতিমতো অপমানিত হয়েছিলেন। অধিনায়কত্ব তো দূরের কথা, সবশেষ আইপিএলের শেষ পাঁচ ম্যাচে ডেভিড ওয়ার্নারকে একাদশেই রাখেনি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এক ম্যাচে রেখে এসেছিল হোটেলে।

সে সময় চারদিকে ওয়ার্নারের ফর্ম নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। সবই নিশ্চুপ হজম করেছেন এ অসি তারকা।

এবার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জবাব দিলেন বাইশ গজে। ৪২ বলে ৬৫ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলে বড় অবদান রাখলেন দলের জয়ে।

আর ব্যাট কথা বলার পর সমালোচকদের এক হাত নেননি। এসব তার ধাতে নেই বলে জানিয়েছেন। তার কাছে সমালোচনার জবাব মুখের হাসি! সমালোচকদের মুশফিকের মতো আয়না-তত্ত্ব শেখাননি।

শ্রীলংকার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার সাত উইকেটের দাপুটে জয়ের পর

সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার।

সাংবাদিকরা অবশ্য ওয়ার্নারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন এই সুযোগে তিনি যেন সমালোচকদের ধুয়ে দেন।

কিন্তু বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে এক গাল হাসলেন ওয়ার্নার।

সংবাদ সম্মেলনে প্রথম প্রশ্ন ছিল, এই ইনিংস কী সমালোচনার জবাব? হাসিমুখে ওয়ার্নারের উত্তর, ‘সমালোচকদের মুখ বন্ধ করা? নাহ, কখনোই না। এটা খেলাধুলার পৃথিবী। এখানে যেমন চূড়ায় বিচরণ থাকবে, তেমনি তলানির স্বাদও পেতে হবে। শুধু আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে হবে, মুখে হাসি ফোটাতে হবে। কঠিন সময়ে যে যাই বলুক না কেন, মুখ থেকে হাসি সরতে দেওয়া যাবে না। এই ইনিংস সমালোচনার জবাব নয়। যারা আমার সমালোচনা করেন, তারা ঠিকই জানেন, আমি কেমন। আমি নিজেও সেটা জানি। এই তো।’

ওয়ার্নারের সেই জবাবের পর বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকেই মুশফিকুর রহিমের সেই সংবাদ সম্মেলনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন।

অনেকের মতে, সেখানে উপস্থিত থাকলে আয়না-তত্ত্বের চেয়ে ঢের ভালো কিছু শিখতে পারতেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। অন্তত মুশফিক-রিয়াদ শিখতে পারতেন কীভাবে সমালোচকদের আপন করে নিতে হয়!

‘আমাদের অবস্থাও বাংলাদেশের মতোই’

সুপার টুয়েলভে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেও বড় ব্যবধানে হেরে সেমিফাইনালের পথ কঠিন করে ফেলেছে বাংলাদেশ। তবু স্বপ্ন দেখছেন মাহমুদউল্লাহ-সাকিবরা।

শুধু ঘুরে দাঁড়াতে একটা জয়ের অপেক্ষায় তারা। আর সেই জয়টা আসতে হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।

ক্যারিবীয় দলটির অবস্থাও ঠিক বাংলাদেশের মতোই। ইংল্যান্ডের কাছে

মাত্র ৫৫ রানে গুটিয়ে যায় তারা। এর পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৮ উইকেটে গো হারা হারে।
সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখতে দুদলের সামনেই জয়ের কোনো বিকল্প নেই।

আজ শুক্রবার ‘গ্রুপ-১’-এর ২৩তম ম্যাচে বিকাল ৪টায় শারজায় মুখোমুখি হচ্ছে দুদল।

ম্যাচকে সামনে রেখে উইন্ডিজ দলের অন্যতম তারকা নিকোলাস পুরানের সরল স্বীকারোক্তি, ‘আমাদের অবস্থাও বাংলাদেশের মতোই।’
যে কারণে বাংলাদেশের বিপক্ষে জয়কে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন তিনি। তবে বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দের যোগ্যতা, দক্ষতা সবই তার নখদর্পণে বলে জানালেন পুরান।
কারণ আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শুরুর আগে বিপিএলে খেলেই পরিচিতি পেয়েছেন পুরান।

বৃহস্পতিবার ম্যাচপূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে পুরান বলেন, ‘বাংলাদেশে আমি অনেক সময় কাটিয়েছি। শুধু আমিই নই, আমাদের দলের আরও অনেকেই। আমাদের খুব ভালো বন্ধুত্ব আছে, ওদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক। ওদের ভালোভাবে জানি। ওদের কাছ থেকে শিখিও অনেক, বিশেষ করে বিভিন্ন কন্ডিশনে খেলা নিয়ে। এসব অনেক কাজে লাগে। ওরা তাই কী করতে পারে, কিসে অভ্যস্ত, এসব জেনে খেলতে নামাটা ব্যাটিং- বোলিং দুদিক থেকেই সাহায্য করবে।’

এ উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেন, ‘টানা দুই ম্যাচ হেরে বাংলাদেশের অবস্থাও আমাদের মতো। আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জই অপেক্ষা করছে। শারজায় ভালো ক্রিকেট খেলে জয় পেতে চাই। বাংলাদেশের একাধিক স্পিনার আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ।’